তারিখ 09 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

এক বিষয়ের শিক্ষক অন্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞ

ভুলত্রুটি থেকে যাচ্ছে বইতে

■ নিজামুল হক

গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য কিছু বিশেষ দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রয়োজন হলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) গুরুত্বপূর্ণ 'বিশেষজ্ঞ' ও 'সম্পাদক' হবার জন্য বিশেষ কোনো জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্য হওয়াই তাদের যোগ্যতা। আর প্রয়োজন তদ্বিরের জোর। সংশ্লিষ্টদের বিশ্লেষণ, 'তদ্বিরের জোর যার, এনসিটিবির এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসার সুযোগ তার'।

তবে বিশেষ যোগ্যতা এবং দক্ষতা না থাকলেও তদ্বিরের জোরে এই পদগুলোতে আসার ফলে এবার বড় ধরনের ক্ষতির মুখোমুখি পড়তে হলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে। পাঠ্যবইয়ের নানা ভুল ভ্রান্তির কারণে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে। যদিও এসব ভুল ত্রুটির জন্য দায়ীর একটি অংশকে বদলি করেছে মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের কারিকুলাম প্রণয়ন, বই ছাপাসহ সার্বিক কাজ তদারকির দায়িত্ব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ এনসিটিবির। মতিঝিলে অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠানের শীর্ষ কর্মকর্তার প্রায় সকলেই শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

পাঠ্যবইয়ের কারিকুলাম প্রণয়ন ও ভুল ত্রুটি দেখভাল করাসহ মান তদারকির জন্য সম্পাদক, বিশেষজ্ঞ, ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, গবেষণা কর্মকর্তা, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞের ৭৪টি পদ রয়েছে। শিক্ষা ক্যাডারের পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

এক বিষয়ের শিক্ষক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একজন কর্মকর্তা বিশেষ কোনো যোগ্যতা অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ না নিয়েই এই পদগুলোতে আসেন। পদগুলোতে আসার জন্য পৃথক কোনো মৌখিক পরীক্ষা বা মান যাচাইও হয় না। ফলে বিশেষ অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা না থাকলেও কেউ হচ্ছেন সম্পাদক, কেউ বিষয় বিশেষজ্ঞ বা কেউ কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ।

শুধু তদ্বিরের প্রভাবে বদলি হয়ে আসা নয়, দীর্ঘদিন ধরে এনসিটিবিতে থাকার জন্য নিয়মিত তদ্বির করতে হচ্ছে। কিছু কর্মকর্তা বছরের পর বছর এনসিটিবিতে প্রেষণে কাজ করছেন। তারা কেবল ঢাকায় থাকার জন্য তদ্বির করে এনসিটিবিতে পদায়ন নিয়েছেন। পাঠ্যবইয়ের কারিকুলাম তৈরি, রচনা, মুদ্রণ বিষয়ের মতো কারিগরি কাজের সঙ্গে আগে তাদের কোনো যোগসূত্রই ছিল না। আবার নিজস্ব বিষয় না থাকার পরও তারা অন্য বিষয়ের দায়িত্ব নিচ্ছেন। অনভিজ্ঞ এসব কর্মকর্তাই পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আগে এনসিটিবিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে পাঠ্যবই সংশ্লিষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতা আমলে নেওয়া হতো। কিন্তু এখন আর সেটি হচ্ছে না।

এনসিটিবির সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) অধ্যাপক ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী বলেন, এনসিটিবিতে আসার পূর্বে যাচাই প্রক্রিয়া হলে ভালো হতো। এখানে আসার পর কর্মশালা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ পান এনসিটিবিতে বদলি হয়ে আসা কর্মকর্তারা। তবে এটা যথার্থ নয় বলে তিনি মনে করেন।

মো. সাইদুজ্জামান দর্শন বিষয়ের শিক্ষক। পদ তার বিশেষজ্ঞ। দর্শনের শিক্ষক হলেও তিনি চলতি বছরের প্রাথমিকের তৃতীয় শ্রেণির ইংরেজি, হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং ইবতেদায়ির তৃতীয় শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'এখানে এসে আমি অনেক প্রশিক্ষণ পেয়েছি। অভিজ্ঞতায় নয়, পদের নাম বিশেষজ্ঞ।'

ইতিহাস বিষয়ের শিক্ষক চৌধুরী মুসাররাত হোসেন জুবেরী। এনসিটিবিতে এসে তার পদ হয় 'ঊর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ'। দিলরুবা আহমেদ অর্থনীতি বিষয়ের শিক্ষক, তার পদ 'সম্পাদক'। আবার অর্থনীতি বিষয়ের শিক্ষক হলেও সপ্তম শ্রেণির কৃষি শিক্ষা বইয়ের দায়িত্ব তার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক পারভেজ আক্তার অষ্টম শ্রেণির শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং আনন্দপাঠ বইয়ের দায়িত্ব পান। এনসিটিবিতে এসে তার পদ 'বিশেষজ্ঞ'।

মো: আব্দুল মুমিন মুছাব্বির পদার্থ বিজ্ঞানের সহকারী অধ্যাপক। ২০১৩ সালে এনটিসিটিতে যোগদান করেই তিনি 'বিশেষজ্ঞ' হন। পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক হলেও তিনি ষষ্ঠ শ্রেণির গণিত বইয়ের দায়িত্বে। এই বইয়ের মান দেখার দায়িত্ব পুরোটাই তার। যদিও একই সাথে তিনি সপ্তম শ্রেণির বিজ্ঞান বইয়েরও দায়িত্বে রয়েছেন।

তিনি বলেন, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আমলাকে এখানে পদায়ন করা না হলেও পরবর্তীতে প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে। অনেকে বিএড, এমএড করছেন। আমি বর্তমানে এমএড করছি।